সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৩৪৫
WEEKLY BOOKLET: 345

আমীরে আহলে সুন্নাত دامت برکاتہم العالیہ এর লিখিত কিতাব "ফয়যানে রমযানের" একটি অংশের নামকরণ

সম্মিলিত ইতিকাফের ১২টি মাদানী বাহার

ইতিকাফের বরকতে ইসলাম পৌঁছলো ০৪
সে আহমদুল হাসান হয়ে গেলো ১৪
ইতিকাফের বরকতে দুঃখ ব্যথা উপশম হলো ০৬
পৌত্তলিকতা থেকে মুসলিম হয়ে গেলো ১৬

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

সম্মিলিত ইতিকাফের ১২টি মাদানী বাহার

দোয়ায়ে আত্তার: হে আল্লাহ পাক! যে "**সম্মিলিত ইতিকাফের ১২টি মাদানী বাহার**" পুস্তিকাটি পড়ে বা শুনে নেবে, তাকে রমযান শরীফের অসংখ্য বরকত নসীব করো এবং তাকে মা-বাবাসহ বিনা হিসাবে ক্ষমা করো।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযীলত

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী রাসূলে আরবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাকের আরশের ছায়া ব্যতীত কোনো ছায়া থাকবে না, তিন ব্যক্তি আল্লাহ পাকের ছায়াতলে থাকবে। জিজ্ঞেস করা হলো: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁরা কারা? ইরশাদ করলেন: (১) যে ব্যক্তি আমার উম্মতের পেরেশানি দূর করবে (২) আমার সুন্নাত পুনরুজ্জীবিতকারী (৩) আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠকারী।

(আল বাদুরুস সাফিরা, ১৩১পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩৬৬)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

দাওয়াতে ইসলামী ও রমযান মাসের ইতিকাফ

ইতিকাফ একটি অতি প্রাচীন ইবাদত, পবিত্র কুরআনেও এর উল্লেখ আছে, পূর্ববর্তী উম্মতের লোকেরাও ইতিকাফ করতো। আশিকানে-রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামী সুন্নাতে পরিপূর্ণ একটি সংগঠন। বিশ্বজুড়ে ইসলামের খেদমতকে প্রচারকারী এই অদ্বিতীয় সংগঠন বিগত কয়েক বছরে রমযান মাসের শুধু শেষ দশকে নয় বরং পুরো রমযান মাস ব্যাপী ইতিকাফের আয়োজন করে আসছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه এখনো পর্যন্ত লক্ষাধিক আশিকানে-রাসূল দাওয়াতে ইসলামীর "সম্মিলিত ইতিকাফ" থেকে এ পর্যন্ত উপকৃত হয়েছেন, যার ফলে কয়েক শত নয় বরং হাজার হাজার মানুষের জীবনে মাদানী পরিবর্তন ঘটেছে। মদ্যপায়ী মদপান ছেড়ে দিয়ে ইশকে রাসূলে ডুবে আছে, গুনাহে অভ্যস্ত লোকেরা সুন্নাতের পথের পথিক হয়েছে। যে খেলাধুলায় সময় নষ্ট করতো সে এখন যিকির ও দরূদ পাঠকারী হয়ে গেছে, গান বাজনা গুনগুন কারী নাতে মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পাঠকারী হয়ে গেছে। মোটকথা, এই সম্মিলিত ইতিকাফ মানুষের জীবনকে বদলে দিয়েছে। এমন কয়েকজন ভাগ্যবান আশিকানে-রাসূলের ১২টি মাদানী বাহার সম্বলিত এই পুস্তিকাটি পড়ুন, যাদের উপর সুন্নাতের মুবাল্লিগদের সাহচর্যে থাকার কারণে এমন মাদানী রঙ লেগেছে যাতে শুধু তারা নিজেরাই সুন্নাতের অনুসারী হয়ে ওঠেনি বরং অন্যদেরকেও নেকীর দাওয়াত দেওয়া শুরু করেছে। মাদানী পরামর্শ: জীবনে অন্তত একবার দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশে পুরো রমযান মাস সম্মিলিত ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন।

www.dawateislami.net

আল্লাহ করম এ্যায়সা করে তুঝ পে জাহা মে,
এ্যয় দাওয়াতে ইসলামী তেরী ধুম মাচি হো।

اٰمِین بِجاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

(১) ইতিকাফের বরকতে শহরের জন্য মাদানী মারকায পাওয়া গেলো

চিত্রা দুর্গার (কর্নাটক, ভারত) "মসজিদে আযম" এর মুতাওয়াল্লীগণ ও স্থানীয় কিছু মুসলমানরা আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামী সম্পর্কে ভুল ধারণার শিকার ছিলো। অনেক কষ্টে সেখানে রমযানুল মোবারকে সম্মিলিত ইতিকাফ করার অনুমতি পাওয়া গেলো। মুতাওয়াল্লীর ছেলেরাও ইতিকাফে অংশগ্রহণ করলো। মাদানী মারকায কর্তৃক প্রদত্ত রুটিন অনুযায়ী সুন্নাতে ভরা হালকা, সুন্নাতে ভরা বয়ান, নাত শরীফ, হৃদয়গ্রাহী দোয়া ও এতো সংখ্যক ইতিকাফকারীদের সুন্দর ব্যবস্থাপনা দেখে মুতাওয়াল্লী সাহেবরা আশ্চর্য হয়ে গেলো আর এতোই প্রভাবিত হলো যে, শেষ দিন সমস্ত ইতিকাফকারীদেরকে উপহার ও ফুল দিয়ে সম্মানিত করলো। দাওয়াতে ইসলামী তাদের বুঝে চলে আসলো এবং তারা তাদের তত্ত্বাবধানে থাকা আজিমুশশান "মসজিদে আযম" কে দাওয়াতে ইসলামীর সকল মাদানী কাজের জন্য পরিপূর্ণভাবে ছেড়ে দিলো এবং اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہ "মসজিদে আযম" ঐ শহরের মাদানী মারকায হয়ে গেলো। اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہ মুতাওয়াল্লীর উভয় ছেলে তাদের মুখমন্ডল দাঁড়ি দ্বারা সজ্জিত করে নিলো এবং দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেলো।

যিকির করনা খোদা কা ইয়াহা সুবহো শাম,
মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাফ।
পা'ও গে নাতে মাহবুব কি ধুম ধাম,
মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাফ।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৬৪২,৬৪৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(২) ইতিকাফের বরকত ইংল্যান্ড পৌঁছলো

সকখর শহরে (বাবুল ইসলাম সিন্ধু প্রদেশ) রমযানুল মোবারকে (১৪১০ হিজরী, ১৯৯০ সাল) এক ইসলামী ভাই ইংল্যান্ড থেকে আসলো। ইসলামী ভাইদের অনুরোধে তার এক আত্মীয় ইসলামী ভাই একক প্রচেষ্টা করে তাকে আশিকানে রাসূলের সাথে সম্মিলিত ইতিকাফের জন্য রাজি করে নিলো এবং اَلْحَمْدُ لِلّٰه সে ইতিকাফকারী হয়ে গেলো। একজন পুরোপুরি ইংরেজি পরিবেশে অবস্থানকারী যখন ইতিকাফে বসলো এবং সে যখন প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র প্রিয় সুন্নাত ও প্রয়োজনীয় বিধিবিধান শিখলো, কবর ও আখিরাতের অবস্থা সম্পর্কে শুনলো তখন মুসলমান হিসেবে তার অন্তরে রেখাপাত হলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰه সম্মিলিত ইতিকাফের বরকতে সে গুনাহ থেকে তাওবা করার উপহার পেলো এবং আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশে সম্পৃক্ত হয়ে গেলো। মুখে দাঁড়ি সাজিয়ে নিলো, মাথা পাগড়ী শরীফ দ্বারা সজ্জিত করে নিলো, ফয়যানে সুন্নাতের দরস ও বয়ান শিখে ইতিকাফেই সুন্নাতে ভরা বয়ান করা শুরু করে দিলো! ইংল্যান্ডে গিয়ে দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি কাজের সাড়া জাগানোর নিয়্যত করলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰه সে ইংল্যান্ডে দাওয়াতে ইসলামীর

মুবাল্লিগ ও ১২টি দ্বীনি কাজের জিম্মাদার হলো, তার সন্তানের মা দ্বীনি পরিবেশে সম্পৃক্ত হয়ে ইংল্যান্ডের মতো নির্লজ্জ পরিবেশে থেকেও মাদানী বোরকা পরিধান করতে শুরু করেলো, নিজে শুদ্ধভাবে কোরআনুল করীম শিখে এখন প্রাপ্তবয়স্কাদের মাদ্রাসাতুল মদীনায় ইসলামী বোনদের শিক্ষা দিচ্ছে এবং ইসলামী বোনদের দ্বীনি কাজের সাংগঠনিক জিম্মাদার হয়ে গেছে।

করকে হিম্মত মুসলমানো আ'জাও তুম,
দ্বীনি মাহোল মে করলো তুম ইতিকাফ।
উখরভী দৌলত আ'ও কামা যাও তুম,
দ্বীনি মাহোল মে করলো তুম ইতিকাফ।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৬৪৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৩) আমি ফয়যানে মদীনা ছেড়ে যাবো না

তেহছীল কামালিয়া, জিলা টুবা টেক সিং (পাঞ্জাব পাকিস্তানের) একজন ইসলামী ভাই যখন নবম শ্রেণীতে পড়তো। ক্লাসে তাদের একটা ফ্রেন্ড সার্কেল ছিলো, তারা সবাই স্কুল থেকে পালিয়ে যেতো, অনেক দুষ্টামী করতো, গভীর রাত পর্যন্ত ক্রিকেট খেলতো, ইন্টারনেট ক্যাফেতে ভালোই সময় নষ্ট করতো, সারাদিন সবাই মিলে ডিসে সিনেমা দেখতো, গান শুনার অভ্যাস এতোই বেশি ছিলো যে, রাতে গান শুনতে শুনতে ঘুমাতো আর সকালে উঠেই প্রথম কাজ ছিলো আল্লাহর পানাহ! এই অশুভ গান শুনা। আকর্ষণীয় পোশাক পরে তারা সকলে মিলে مَعَاذَ الله মেয়েদেরকে উত্যক্ত করতো ও কুদৃষ্টি দিতো। সেই ইসলামী ভাইয়ের মা যদি কখনো বারণ

www.dawateislami.net

করতো তবে উল্টো তাকে গালিগালাজ করতো। বাবা নামায আদায় করার নির্দেশ দিলে তার সাথেও প্রতারণা করতো। আফসোস! আত্মশুদ্ধির কোন সঠিক পন্থাও দেখা যাচ্ছিলো না। আল্লাহ পাক তার বড় ভাইকে মঙ্গল করুক, যিনি তাকে পথ দেখালো এবং তিনিই তাকে রমযানুল মোবারকের শেষ দশকে ইতিকাফে বসার জন্য বললো। সে সঠিক ভাবে জানতোও না যে, ইতিকাফে কি হয়! সে অসম্মতি প্রকাশ করলো। কিন্তু ভাই কোনোভাবে বুঝিয়ে শুনিয়ে আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনায় (সর্দারাবাদে) অনুষ্ঠিত সম্মিলিত ইতিকাফে বসিয়ে দিলো। ৪/৫ দিন পর্যন্ত মন একেবারেই বসলো না এবং সে পালানোর চেষ্টা করতে থাকলো কিন্তু সফল হলো না। এরপর ধীরে ধীরে ভালো লাগতে শুরু করলো, অতঃপর এতোই রূহানী তৃপ্তি পেলো যে, চাঁদ রাতে এরূপ বলতে লাগলো যে, "আমি ঘরে ফিরে যাবোনা, আমি আজ রাত ও এখানে ফয়যানে মদীনাতেই অতিবাহিত করবো।"

তুম ঘর কো না খেঁচো নেহী জাতা নেহী জাতা,
মে ছোড়কে ফয়যানে মদীনা নেহী জাতা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৪) ইতিকাফের বরকতে হাঁটুর ব্যথা উপশম হলো

জামিয়াতুল মদীনার (বাবুল মদীনা) এক ইসলামী ভাইয়ের (১৪২৬ হিজরী, ২০০৫ সাল) রমযানুল মোবারকের শেষ দশকে আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায

www.dawateislami.net

ফয়যানে মদীনায় (করাচী) ইতিকাফ করার সৌভাগ্য অর্জিত হয়। সেখানে তার এক বয়োবৃদ্ধ লোকের সাথে সাক্ষাৎ হলো, তিনি বললেন: কয়েক বছর যাবত আমার হাঁটুতে ব্যথা ছিলো। যখন আমি আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনায় (করাচী) ইতিকাফ করতে আসলাম, اَلْحَمْدُ لِلّٰه 'র বরকতে আমার উপর এরূপ দয়া হলো যে, আমার হাঁটুর ব্যথা দূর হয়ে গেলো।

দরদে টাঙ্গোঁ মে হো, দরদে ঘুটনো মে হো
দ্বীনি মাহোল মে করলো তুম ইতিকাফ।
পেট মে দরদ হো ইয়া কেহ টাখনো মে হো,
দ্বীনি মাহোল মে করলো তুম ইতিকাফ।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৬৪৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৫) দাঁড়ি সাজলো, মাথায় পাগড়ি পড়ে নিলো

নাওসারী (গুজরাট প্রদেশ, ভারত) এর এক আধুনিক ইসলামী ভাই আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে রমযানুল মোবারকের (১৪২৩ হিজরী, ২০০২ সাল) শেষ দশকে অনুষ্ঠিত সম্মিলিত ইতিকাফে (সুরাত, গুজরাট) ইতিকাফ করলো। মাদানী রুটিন অনুযায়ী সুন্নাতে ভরা হালকা, হৃদয়গ্রাহী দোয়া এবং যিকর ও নাত শরীফের মনোমুগ্ধকর আওয়াজ তার অন্তরকে নাড়া দিলো, আশিকানে রাসূলের সাহচর্য এতোই ফয়েয প্রাপ্ত হলো যে, যা বর্ণনাতীত! দাঁড়ি মোবারক সাজলো, পাগড়ী শরীফ দ্বারা মাথা সজ্জিত হলো এবং উন্নতির সিঁড়ি অতিক্রম করতে করতে এই বর্ণনা লিখা পর্যন্ত সে তার নিজ শহরের মুশাওয়ারাতের নিগরান হিসেবে দ্বীনি কাজের সাড়া জাগিয়ে যাচ্ছে।

www.dawateislami.net

সুন্নাতো কি তুম আ'করকে সওগাত লো,
দ্বীনি মাহোল মে করলো তুম ইতিকাফ।
আ'ও বাটতি হে রহমত কি খয়রাত লো,
দ্বীনি মাহোল মে করলো তুম ইতিকাফ।

(ওয়াসায়িলে বখশিষ, ৬৪৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৬) অনৈতিকতা দূর হয়ে গেলো

হায়দারাবাদের (সিন্ধ, পাকিস্তান) এক ইসলামী ভাই আব্দুর রাজ্জাক আত্তারী যে ঠান্ডুজাম এগ্রিকালচার ইউনিভার্সিটি ল্যাব এর ইনচার্জ ছিলো, তার দুই ছেলে দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত ছিল কিন্তু সে নিজে নামায ও সুন্নাত থেকে দূরে ছিলো এবং পরিপূর্ণ দুনিয়াদারী মানসিকতা সম্পন্ন ছিলো। রমযানুল মোবারকে একক প্রচেষ্টা করে তাকে সম্মিলিত ইতিকাফে অংশগ্রহণের দাওয়াত দেয়া হলে সে বলতে লাগলো: আমার সন্তানের মা রাগ করে বাপের বাড়ী চলে গেছে, যদি আমি ইতিকাফ করি তবে সে কি চলে আসবে? তারা তাকে বললো: اِنْ شَآءَ الله চলে আসবে। অতএব সে রমযানুল মোবারকের (১৪১৬ হিজরী, ১৯৯৫ সাল) শেষ দশকে ফয়যানে মদীনায় (হায়দারাবাদ) আশিকানে রাসূলের সাথে ইতিকাফকারী হয়ে গেলো। শিক্ষা শেখানোর হালকা, সুন্নাতে ভরা বয়ান, হৃদয়গ্রাহী দোয়া এবং মনোমুগ্ধকর নাত তার অন্তরকে পরিবর্তন করে দিলো! সে গুনাহ থেকে তাওবা করে নিলো, নিয়মিত নামায আদায় করার অঙ্গীকার করলো, দাঁড়ি মোবারক ও পাগড়ী শরীফ সাজিয়ে নিলো আর নাত শরীফও পড়তে লাগলো। ইতিকাফরত অবস্থায় সন্তানের মাও ফিরে

www.dawateislami.net

এলো এবং পারিবারিক কলহও দূর হয়ে গেলো। ইতিকাফের বরকতে সে মাদানী পোশাক পরিধান করতে লাগলো এবং মাদানী কাফেলায়ও সফর করলো। দ্বীনি পরিবেশে থাকাবস্থায় সেই বছরই বৃহস্পতিবার ২৭ রবিউল আউয়াল শরীফ সে ইন্তিকাল করেলো। اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ

গোরে তীরা কো তুম জাগমগানে চলো,
দ্বীনি মাহোল মে করলো তুম ইতিকাফ।
রাহাতে রোজে মাহশর কি পানে চলো,
দ্বীনি মাহোল মে করলো তুম ইতিকাফ।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৬৪৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

জীবনের শেষ বছর সংক্রান্ত একটি শিক্ষণীয় বর্ণনা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই "মাদানী বাহার" আসলেই নিজের মাঝে কিছু শিক্ষণীয় মাদানী ফুল সমবেত করে। মরহুম আব্দুর রাজ্জাক আত্তারী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه সৌভাগ্যবান ছিলো, কেননা ইন্তিকালের কিছুদিন পূর্বেই সে মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছিলো আর নিঃসন্দেহে সেই বান্দা সৌভাগ্যবান, যে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে তাওবা করে সঠিক পথে ফিরে আসে এবং সুন্নাতের রাজপথে পরিচালিত হয় আর সেই ব্যক্তি খুবই দূর্ভাগা, যে সারাজীবন নেক আমলকারী ও সুন্নাতের পথে পরিচালিত হয়েও মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে আল্লাহর পানাহ! আধুনিক হয়ে যায় ও গুনাহে লিপ্ত হয়ে দ্বীনি পরিবেশ থেকে দূর হয়ে যায়। যখনই শয়তান আপনাকে কোন জিম্মাদারের প্রতি অসন্তুষ্ট করে দেয় কিংবা এমনিতেই অলসতা প্রদান করে দুনিয়াবী কাজে ফাঁসিয়ে দেয় বা বিয়ে ইত্যাদির উৎসাহ দিয়ে দ্বীনি পরিবেশ

www.dawateislami.net

থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দেয়, তখন তার উচিত এই হাদীসে পাকের প্রতি চিন্তা-ভাবনা করা। মুসলমানদের প্রিয় আম্মাজান হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللهُ عَنۡهَا থেকে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যখন আল্লাহ পাক কোনো বান্দার কল্যাণ চান, তবে তার মৃত্যুর এক বছর পূর্বে একজন ফিরিশতা নিযুক্ত করে দেন, যে তাকে সর্বদা সঠিক পথে পরিচালিত করে, এমনকি সে কল্যাণের উপরই মৃত্যুবরণ করে এবং লোকেরা বলতে থাকে: অমুক ব্যক্তি ভাল অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে। যদি এমন সৌভাগ্যবান এবং নেককার ব্যক্তির মৃত্যু আসে তবে তার রূহ বের করার সময় তাড়াতাড়ি করা হয়, তখন সে আল্লাহ পাকের সাথে সাক্ষাত করাকে পছন্দ করে আর আল্লাহ পাক তার সাক্ষাতকে পছন্দ করেন। যখন আল্লাহ পাক কারো অমঙ্গল চান তখন তার মৃত্যুর এক বছর পূর্বে থেকে একজন শয়তান তার পেছনে লেলিয়ে দেন, যে তাকে পথভ্রষ্ট করতে থাকে, এমনকি সে খুব খারাপ অবস্থায় মারা যায়, তার নিকট যখন মৃত্যু আসে তখন তার রূহ আটকে যায়, তখন সে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের সাথে সাক্ষাৎ করাকে অপছন্দ করে আর আল্লাহ পাক ও তার সাক্ষাত অপছন্দ করেন। (মওসুআতু লিইবনি আবিদ দুনিয়া, ৫/৪৪৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৫৭)

গুনাহ করতে হোয়ে গর মর গেয়া তু কিয়া করুঙ্গা মে,
বনে গা হায়! মেরে কিয়া করম ফরমা করম মাওলা।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৯৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب صَلَّی اللهُ عَلٰی مُحَمَّد

(৭) পরিবারের সদস্যরা ঘর থেকে বের করে দিতো

মোযাফফরগড় (পাঞ্জাব) এর এক ইসলামী ভাই খুবই বখাটে যুবক ছিলো, রাতে গানের তিন/ চারটি ক্যাসেট যতক্ষণ শুনতো না ঘুম আসতো না, সারারাত ভবঘুরের ন্যায় গুনাহে কেটে যেতো, কথায় কথায় ঘরে ঝগড়া করতো, অভিভাবকরা বিরক্ত হয়ে ঘর থেকে বের করে দিতো, দুই একদিন এদিক সেদিক ঘুরার পর আবারো ব্যবস্থা হয়ে যেতো। মোটকথা তার জীবনের দিনগুলো খুবই ভূলের মাঝে নষ্ট হচ্ছিলো। আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর এলাকায়ী মুশাওয়ারাতের নিগরান তার কাযিন ছিলো, সে তার উপর একক প্রচেষ্টা করলো এবং রমযানুল মোবারকের (১৪২৫ হিজরী, ২০০৪ সাল) শেষ দশকে আড্ডেওয়ালী মসজিদে (মুযাফ্ফরগড়) তাকে দাওয়াতে ইসলামীর সম্মিলিত ইতিকাফে বসিয়ে দিলো। করাচী থেকে আগত এক মুবাল্লিগের সুন্দর চরিত্রে প্রভাবিত হয়ে সে পূর্বের সকল গুনাহ থেকে তাওবা করলো এবং তার সাথে সাথেই পাগড়ী শরীফ তার মাথায় সাজিয়ে নিলো। ২৭ তারিখ রাতে সুন্নাতে ভরা বয়ানের পর অনুষ্ঠিত হৃদয়গ্রাহী দোয়া তার অন্তরে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করলো, সে খুবই কান্না করলো এবং সে সকাল পর্যন্ত কান্নাকাটি করতে থাকলো। ঈদের ২য় দিন ফজরের সময় তখনো ঘুম ভাঙ্গেনি, এক বুযুর্গকে স্বপ্নে দেখলো এবং তিনি তার নাম ধরে ডাকলেন: "ফজরের নামাযের সময় হয়ে গেলো আর তুমি এখনো ঘুমিয়ে আছো!" সে দ্রুত ঘুমন্ত অবস্থায়ই দু'হাত কিয়ামের মত করে বেঁধে নিলো এবং চোখ খুলে গেলো, তখনো হাত সেরূপ বাঁধাই ছিলো। এতে তার মনে খুবই প্রভাব পরলো আর সে মসজিদে গিয়ে জামাত সহকারে ফজরের

www.dawateislami.net

নামায আদায় করলো। নিজ শহরের সাপ্তাহিক ইজতিমায় নিয়মিত উপস্থিত হতে থাকলো। আল্লাহ পাক এমন দয়া করলেন যে, সে জামিয়াতুল মদীনায় (করাচী) দরসে নিজামী করার সৌভাগ্য অর্জন করছে। নিজ শ্রেনীর নেক আমলের সাংগঠনিক যিম্মাদার হিসেবে হয়েছে, আল্লাহ পাকের বিশেষ অনুগ্রহ এটাও ছিলো যে, ছাত্রদের যেই ৯২টি নেক আমল রয়েছে এর সবগুলোর উপর আমল করার সৌভাগ্য অর্জন হয়েছে। আল্লাহ পাক তাকে স্থায়ীত্ব দান করুক। اٰمِين بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

ছুট জায়েগী ফিল্মোঁ ড্রামো কি লাত, দ্বীনি মাহোল মে করলো তুম ইতিকাফ।
খোশ খোদা হোগা বন জায়েগী আখিরাত, দ্বীনি মাহোল মে করলো তুম ইতিকাফ।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৬৪৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৮) মসজিদের খতিব বানিয়ে দিলো

সায়েদাবাদ (বলদীয়া টাউন, করাচী) এর এক ইসলামী ভাই আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর মাদ্রাসাতুল মদীনায় কোরআনে পাক শিক্ষা অর্জন করলো, কিন্তু আফসোস এরপরও সে পরিপূর্ণ নামাযী হতে পারলো না। اَلْحَمْدُ لِلّٰه দাওয়াতে ইসলামীর আশিকানে রাসূলের সাথে রমযানুল মোবারকের শেষ দশকে ইতিকাফ করার সৌভাগ্য হলো, এতে অন্তরে মাদানী রেখাপাত হলো, অলসতার ঘুম ভেঙ্গে গেলো, বাস্তবেই চোখ খুলে গেলো এবং নিয়মিত নামাযী হয়ে গেলো। ইতিকাফের কারণে মাদানী কাফেলায় সফরের মানসিকতা সৃষ্টি হলো। সে বেকার ছিলো, যেদিন মাদানী কাফেলার নিয়ত করেছিলো সেদিন সেখানকার মুশাওয়ারাতের নিগরান বললেন: اِنْ شَآءَ الله আপনার কাজ হয়ে যাবে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه

www.dawateislami.net

মাদানী কাফেলার বরকত এমনভাবে প্রকাশ পেলো যে, যেই মসজিদে তাদের মাদানী কাফেলা সফরে গিয়েছিলো সেই মসজিদের পরিচালনা কমিটির ঐ ইসলামী ভাইয়ের বয়ান ও দোয়া করার পদ্ধতি ভালো লেগে গেলো এবং তারা তাকে সেই মসজিদের খতিব বানিয়ে দিলো! এতে করে তার রোজগারের ব্যবস্থাও হয়ে গেলো। আল্লাহ পাক তাকে দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশে স্থায়ীত্ব দান করুন।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

তঙ্গ দস্তি কা হাল ভি নিকাল আ'য়েগা, দ্বীনি মাহোল মে করলো তুম ইতিকাফ।
রোযগার اِنْ شَآءَ الله মিল জায়েগা, দ্বীনি মাহোল মে করলো তুম ইতিকাফ।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৬৪৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৯) জীবন অলসতায় অতিবাহিত হচ্ছিলো

মোডাসা (গুজরাট, ভারত) এক মর্ডান যুবকের জীবনটা অলসতায় অতিবাহিত হচ্ছিলো, পাপাচারে লিপ্ত ছিলো, এমতাবস্থায় দয়া হলো! দয়ার উপলক্ষ্য এই ছিলো যে, রমযানুল মোবারক মাসের (১৪২৩ হিজরী, ২০০২ সাল) শেষ দশকে আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর আশিকানে রাসূলের সাথে সম্মিলিত ইতিকাফে বসার সৌভাগ্য হলো, আশিকানে রাসূলের সাহচর্যের বরকতের কথা কি বলবো! সুন্নাতে ভরা বয়ান, হৃদয়গ্রাহী দোয়া ও মর্মস্পর্শী নাত শরীফের ফয়েযে তার অবয়ব পরিবর্তন হয়ে গেলো এবং ঐ মাদানী প্রেরণা অর্জিত হলো যে, ইতিকাফেই তার দরস ও বয়ান করার সৌভাগ্য হয়ে গেলো! দাঁড়ি মোবারক এবং পাগড়ী শরীফ সাজানোর নিয়্যত করে নিলো। আশিকানে রাসূলের সাথে

www.dawateislami.net

এক মাসের মাদানী কাফেলার মুসাফির হয়ে গেলো। যেহেতু সে যোগ্যতা সম্পন্ন ছিলো তাই ইসলামী ভাইয়েরা প্রভাবিত হয়ে তাকে কাফেলার আমীর বানিয়ে দিলো।

আশিকানে রাসূল আ'ও দে গে বয়াঁ, দ্বীনি মাহোল মে করলো তুম ইতিকাফ।
দূর হোগী ইবাদত কি খামিয়া, দ্বীনি মাহোল মে করলো তুম ইতিকাফ।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৬৪৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

(১০) সে তাহাজ্জুদ গুজার হয়ে গেলো

সকখর (সিন্ধ) এর এক বয়স্ক ইসলামী ভাইয়ের রমযানুল মোবারকের (১৪২৫ হিজরী, ২০০৪ সাল) শেষ দশকে আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে অনুষ্ঠিত সম্মিলিত ইতিকাফে অংশগ্রহণের সৌভাগ্য হয়েছিলো। শিক্ষা ও শেখানোর হালকার যথারীতি রুটিন করা ছিলো। যেখানে নামাযের বিধি বিধান, দৈনন্দিন সুন্নাতসমূহ শেখা হয়, ১০দিনেই তিনি এমন এমন বিষয় শিখে নিলেন, যা অতীত জীবনে শিখতে পারেনি। সুন্নাতে ভরা বয়ান শ্রবণ ও আশিকানের রাসূলের সাহচর্যের বরকতে আখিরাতের চেতনা নসীব হলো, অন্তরে মাদানী পরিবর্তনের সূচনা হলো এবং নেক আমলের উপর আমল করার উৎসাহ পেলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰه বিশেষ করে দ্বিতীয় "নেক আমল" দৃঢ়ভাবে আকড়ে ধরলেন এবং এর বরকতে اَلْحَمْدُ لِلّٰه পাঁচ ওয়াক্ত নামায প্রথম সারিতে প্রথম তাকবীরের সহিত জামাত সহকারে আদায় করার অভ্যাস গড়ে নিলেন, اَلْحَمْدُ لِلّٰه তিনি তাহাজ্জুদের নামাযেও স্থায়ীত্ব পেলেন। নেক আমলের পুস্তিকা

www.dawateislami.net

প্রতি মাসে নিজ যিম্মাদারকে জমা করানো এবং সাপ্তাহিক ইজতিমায়ও অংশগ্রহণের সৌভাগ্য অর্জিত হতে থাকে।

বা জামাত নামাযোঁ কা জযবা মিলে, দ্বীনি মাহোল মে করলো তুম ইতিকাফ।
দিলকা পঝমুর্দা গুনচা খুশী সে খিলে, দ্বীনি মাহোল মে করলো তুম ইতিকাফ।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৬৪৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(১১) আক্বা! আপনার দীদার করিয়ে দিন

মিঠিয়া (গুজরাট, খারিয়া, পাঞ্জাব) এর এক ইসলামী ভাই সাধারণ যুবকদের মতো আধুনিক ও নাটক সিনেমা দেখাতে অভ্যস্ত ছিলো। সৌভাগ্যক্রমে রমযানুল মোবারক মাসের শেষ দশকে আশিকানে রাসূলের সাথে সম্মিলিত ইতিকাফে অংশগ্রহণের সৌভাগ্য হয়ে গেলো। আশিকানে রাসূলের সাহচর্যের কি মহিমা! সে জীবনে প্রথমবারের মতো এমন দ্বীনি পরিবেশ দেখলো, মনে প্রাণে দাওয়াতে ইসলামীর প্রেমিক হয়ে গেলো। তার প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র দীদারের বড়ই আশা ছিলো, ইতিকাফের সময় প্রতিদিন দীদারের জন্য দোয়া করতো। ২৭তম রাত এসে গেলো, ইজতিমায়ে যিকির ও নাত অনুষ্ঠিত হলো, যিকিরের সময় তার অচেতন অবস্থা হলো অতঃপর যখন হৃদয়গ্রাহী দোয়া হলো তখন সে চোখ বন্ধ করে কেঁদে কেঁদে শুধু একটি কথাই বারবার বলতে লাগলো: "আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনার দীদার করিয়ে দিন।" হঠাৎ চোখে একটি উজ্জল আলো চমকে গেলো এবং এক নূরানী চেহারার যিয়ারত হলো আর তার দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে গেলো যে, তিনিই হলেন প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হায়! হায়! অতঃপর চেহারা মোবারক দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলো। হায়!

www.dawateislami.net

শরবাতে দীদ নে এক আঁগ লাগায়ি দিলমে,
তাপিশে দিলকো বাড়হায়া হে বুঝানে না দিয়া।
আব কাহাঁ জায়েগা নকশা তেরা মেরে দিল সে,
তেহ মে রাখখা হে উসে দিলনে গুমানে না দিয়া।

(সামানে বখশিশ ৭১ পৃষ্ঠা)

اَلْحَمْدُ لِلّٰه সে গুনাহ থেকে তাওবা করলো, দাঁড়ি লম্বা করা শুরু করে দিলো এবং পাগড়ী শরীফ সাজানোর নিয়্যতও করে নিলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰه ঈদের দিন আশিকানে রাসূলের সাথে তিন দিনের মাদানী কাফেলার মুসাফির হয়ে গেলো। করাচীতে উপস্থিত হয়ে জামিয়াতুল মদীনায় দরসে নিজামীতে ভর্তি হয়ে গেলো, রূহানী চিকিৎসার কোর্সও সম্পন্ন করলো এবং মজলিসে মাকতুবাত ও রূহানী চিকিৎসার পক্ষ থেকে অর্পিত জিম্মাদারী অনুযায়ী রূহানী চিকিৎসার স্টলও লাগাতো, তাছাড়া জামিয়াতুল মদীনায় নিজ শ্রেনীর মাদানী কাফেলার জিম্মাদারীও পালন করে।

গর তামান্না হে আক্বা কে দীদার কি, দ্বীনি মাহোল মে করলো তুম ইতিকাফ।
হোগী মিঠি নযর তুম পর সরকার কী, দ্বীনি মাহোল মে করলো তুম ইতিকাফ।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৬৪০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

(১২) কৌতুকাভিনেতা মুবাল্লিগ হয়ে গেলো

বালা সিনুর (গুজরাট, ভারত) এর এক যুবক কৌতুকাভিনেতা ছিলো। উল্টো পাল্টা কৌতুক শুনিয়ে মানুষদের হাঁসানো ছিলো তার কাজ, বিয়ের অনুষ্ঠানে কৌতুক করার জন্য তাকে ডাকা হতো। রমযানুল মোবারকের শেষ দশকে আশিকানে রাসূলের সাথে তার সম্মিলিত ইতিকাফ

করার সৌভাগ্য হলো। তখনো সম্পদ উপার্জনের দিকেই মনযোগ ছিলো, اَلْحَمْدُ لِلّٰه ইতিকাফের দ্বীনি পরিবেশে আখিরাত সাজানোর মনোভাব সৃষ্টি হয়ে গেলো, পূর্বের গুনাহ থেকে তাওবা করে সুন্নাতের মুবাল্লিগ হয়ে গেলো, নিজেকে দাওয়াতে ইসলামীর জন্য উৎসর্গ করে দিলো। এই লিখাটি লেখা পর্যন্ত সাংগঠনিকভাবে আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর ডিভিশন মুশাওয়ারাতের নিগরান হিসেবে দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি কাজের সাড়া জাগিয়ে যাচ্ছে, দ্বীনের জন্য তার ত্যাগের অবস্থা এমন যে, মাসে ২৫ দিন দ্বীনি কাজের জন্য ওয়াকফ করে দিয়েছে।

اِنْ شَآءَ الله ভাই সুধার যাওগে, দ্বীনি মাহোল মে করলো তুম ইতিকাফ।
মারিযে ইচইয়াঁ সে চুটকারা তুম পাওগে, দ্বীনি মাহোল মে করলো তুম ইতিকাফ।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৬৪৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

আগামী সপ্তাহের পুস্তিকা

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাত্তাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

পুরাতন বাবুপাড়া ফয়যানে শাহজালাল মসজিদ নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৮৭৬৮৪৫০৩৪

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net